MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

The Non-Cooperation Movement and the Establishment of National Schools in Purba Medinipur District: An Inquiry

অসহযোগ আন্দোলন ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা: একটি অনুসন্ধান

Dr. Soumyadeb Maiti

Assistant Professor, Department of History
Rabindra Bharati University, CDOE, West Bengal, India.
Email: maiti.debsoumya@gmail.com
Page No: 139-147

Abstract: *The resolution adopted at the 1920 Calcutta Congress was subsequently ratified at the 36th session of the Congress in Nagpur. In this context, alongside the rest of Bengal, the Non-Cooperation Movement achieved unprecedented success in the Midnapore district. The movement comprised two distinct dimensions: the boycott-swadeshi campaign and constructive programs. As part of the constructive agenda, over 800 national educational institutions were established across India, with the educational boycott achieving its highest momentum in Bengal.*

Similar to other districts in the province, the initiative to establish National Schools in Purba Medinipur (East Midnapore) was remarkably successful, drawing spontaneous participation from numerous students and teachers. A substantial number of National Schools were founded and effectively administered across the Contai and Tamluk subdivisions. During the non-cooperation phase, these institutions played an instrumental role in sustaining the movement's success throughout the district and advancing nationalist consciousness.

Keywords: *Non-Cooperation, National School, Purba Medinipur, Student, Teacher.*

গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেন কেন? কি ছিল তাঁর লক্ষ্য? এক কথায় এর সহজ উত্তর হ'লো ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ অনাস্থা এবং ইংরেজের সদিচ্ছা ও মহানুভবতা সম্পর্কে তাঁর সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ। ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেছিলেন— "The present representatives of the Empire have become dishonest and unscrupulous. They have no real regard for the wishes of the people of India and they count Indian honour as of little consequence. I can no longer retain affection for a Government so evillymannedas it is now-a-days."[১] তাঁর এই মানসিক হতাশার কারণ ছিল দুটি। প্রথমতঃ রাওলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ও পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারী সহ অন্যান্য দমনমূলক ব্যবস্থা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ খুলে দিয়েছিল। এরপর হান্টার কমিশনের রিপোর্ট তাঁকে ক্রুদ্ধ ও হতাশ করলো। তিনি অবাক হ'য়ে দেখলেন ইংল্যাণ্ডের লর্ড সভা জেনারেল ডায়ারকে হত্যাকারীর অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়ে অভিনন্দন জানালো। তিনি ব্রিটিশ সরকারকে শয়তানের সরকার বলে ধিক্কার জানালেন। তিনি বুঝলেন প্রচলিত ছকে বাঁধা পথে আন্দোলন করে এই ঘোরতর "অন্যায়" এর প্রতিকার সম্ভব নয়। ৯ই জুন ১৯২০ সালে তিনি Young India-য় লিখলেন— "If the acts of the Punjab government be an insufferable wrong,.... It is clear that we must refuse to submit to this official violence. If we are worthy to call ourselves a nation, we must refuse to uphold the Government by withdrawing co-operation from it."[২]

অসহযোগ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল তিনটি— (১) পাঞ্জাব অন্যায়ের প্রতিকার, (২) খিলাফৎ সমস্যার সমাধান ও (৩) এক বছরের মধ্যে স্বরাজ। তৃতীয় লক্ষ্যটি পরে যুক্ত হয়েছিল, কিন্তু স্বরাজ বলতে গান্ধী কি বুঝেছিলেন, তা কারও কাছে স্পষ্ট ছিল না। বড়লাট রিডিংও যেমন স্বরাজের অর্থ বা সংজ্ঞা বুঝলেন না, তেমনি জহরলাল নেহেরুও বললেন যে, স্বরাজের অর্থ এক এক জনের কাছে এক এক রকম মনে হলো, কারণ গান্ধী নিজেই এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু ব্যাখ্যা করেন নি এবং তা করতেও চান নি।[৩] গান্ধী অবশ্য বিশ্বাস করতেন যে, যদি তাঁর নির্দেশিত অহিংস অসহযোগ অনুসরণ করা হয় তা'হলে এক বছরের মধ্যে স্বরাজের লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে। অস্পষ্টতা সত্ত্বেও স্বরাজের লক্ষ্য অনেকের মনে ধরলো। এমন কি সন্ত্রাসবাদীরাও তা মেনে নিল এবং এক বছর চুপচাপ থাকতে রাজী হলো। স্বরাজের লক্ষ্য সম্পর্কে অস্পষ্টতা থাকলেও কিভাবে স্বরাজের লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে, তা নিয়ে তাঁর কোন সংশয় ছিল

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

না। তাঁর মতে অসহযোগ ছিল সেই পথ। অসহযোগ কর্মসূচীর মধ্যে পড়লো— (১) সরকারী খেতাব ও সম্মানসূচক উপাধি বর্জন; (২) সরকার অনুমোদিত স্কুল, কলেজ বয়কট; (৩) বিচারালয় বর্জন এবং (৪) বিদেশী বস্ত্র বর্জন। সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে কিছু গঠনমূলক কর্মসূচীও গ্রহণ করা হলো। স্কুল কলেজ ও আদালত বয়কটের পরিপূরক হিসাবে জাতীয় বিদ্যালয় ও সালিসী ব্যবস্থার কথা বলা হলো। তাছাড়া চরকা কাটা, পঞ্চায়েত, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, হিন্দু -মুসলিম সম্প্রীতি ও সর্বোপরি অহিংসার উপর জোর দেয়া হলো। আন্দোলন পরিচালনায় অর্থের সংস্থান করার জন্য খোলা হল এক কোটি টাকার তিলক স্বরাজ ভাণ্ডার। আন্দোলন পরিচালনার জন্য এক কোটি সদস্যের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলার ব্যবস্থা হলো। অসহযোগ সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হলে আইন অমান্য ও বয়কটের অস্ত্র প্রয়োগ করা হবে বলে ঠিক হলো। গান্ধী প্রদর্শিত এই আন্দোলনের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা যে অভিনব এবং এর সঙ্গে যে আগেকার আন্দোলন পদ্ধতির কোন মিল নেই, তা মাথায় রেখে কংগ্রেসের সংগঠনকে নতুন করে সাজানো হলো। বাৎসরিক অধিবেশনে বসার আগে নীতি নির্ধারণের জন্য ৩০০ সদস্য বিশিষ্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি তৈরী হলো। কংগ্রেসের দৈনন্দিন কার্যকলাপ পরিচালনা করার জন্য ১৫ সদস্যের এক ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হলো। ঠিক হলো প্রাদেশিক কমিটিগুলি গঠিত হবে আঞ্চলিক ভাষার ভিত্তিতে। উদ্দেশ্য ছিল জনগণের বোধগম্য ভাষার মাধ্যমে অধিকতর জনসংযোগ। কংগ্রেসের কার্যাবলী যাতে তৃণমূল স্পর্শ করে তার জন্য গ্রাম ও মহল্লা কমিটি গঠনের উপর জোর দেয়া হলো, যাতে সাধারণ গরীব মানুষও কংগ্রেসের সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারে, তার জন্য বাৎসরিক চাঁদার হার ধার্য হলো মাত্র চার আনা (২৫ পয়সা)। নবরূপে গঠিত এই কংগ্রেস সংগঠনে তিন প্রেসিডেন্সির ইংরেজী শিক্ষিত উচ্চ মধ্যবিত্ত আইনজীবী সম্প্রদায়ের একাধিপত্যের অবসান হলো। কংগ্রেসের দরজা খুলে গেল সাধারণ মানুষের কাছে। অনগ্রসর এলাকা বলে চিহ্নিত অঞ্চল এল জাতীয় সংগ্রামের মূল স্রোতের আওতায়। তিন প্রেসিডেন্সির ঝানু রাজনীতিবিদরা বুঝলেন গান্ধীর নয়া ধাঁচের আন্দোলনের লক্ষ্য ও পদ্ধতি স্বীকার না করে উপায় নেই। গান্ধীও বুঝলেন প্রেসিডেন্সি নেতাদের প্রয়োজন আছে। কংগ্রেস দখল করলেও তাই তিনি তাঁদেরও ছাড়লেন না। গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের চরিত্র বদলে গেল। ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, হিন্দু-মুসলমান সবাই মিলিত হলো এক পতাকা তলে।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভিক পর্বে বাংলাদেশে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল এবং শ্রমিক, কৃষক, এমন কি আদিবাসীরাও এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ।বাঙলায় জাতীয় আন্দোলনের গোটা ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি শক্তি ও ঐক্যের বিষয় ছিল সম্ভবত ১৯২১-২২-এ গড়ে ওঠা অসহযোগ-খিলাফত সমঝওতা। একথা ঠিক যে, বাঙলার রাজনৈতিক নেতারা গান্ধীকে স্বীকার করেছিলেন অনেক পরে, তাও একমাত্র নাগপুরে চিত্তরঞ্জন দাসের মত পরিবর্তনের ফলে। তার পরে এমনকি সন্ত্রাসবাদীরাও গান্ধীপন্থী পদ্ধতিকে এক বছরের জন্যে পরখ করতে রাজি হন।[৪]বাংলার আন্দোলনের জন্য স্বেচ্ছাসেবী দল কিছু কৃতিত্ব দাবি করতে পারে।[৫] চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে, তাঁর তিন সহকর্মী মেদিনীপুরে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, কলকাতায় সুভাষচন্দ্র বসু ও চট্টগ্রামে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত গ্রাম শহর সর্বত্র তোলপাড় তুলেছিলো

নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগের কর্মসূচী গৃহীত হবার পর এই আন্দোলনে নতুন প্রাণ সঞ্চার হয় এবং হিন্দু-মুসলিম যৌথ উদ্যোগ ও তৎপরতায় তা জোরদার হ'য়ে ওঠে। অসহযোগ আন্দোলনের দুটি দিক ছিল। একটি বয়কট ও স্বদেশী এবং অপরটি গঠনমূলক কর্মযজ্ঞ। খিলাফৎ আন্দোলনের প্রাণপুরুষ মহম্মদ আলি ও সৌকত আলিকে সঙ্গে নিয়ে গান্ধী ভারতের নানা স্থানে সভা সমিতি আহ্বান করে ও রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে জনমত গঠন করতে তৎপর হন। বয়কট আন্দোলন সবচেয়ে বেশি সফল হ'য়েছিল শিক্ষাক্ষেত্রে। একটি হিসাব থেকে জানা যায় যে, ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসেই নাকি ৯০, ০০০ ছাত্র স্কুল কলেজ ছেড়ে এই আন্দোলনে অংশ নেয়। বস্তুতঃ ১৯২১-২২ সালে ভারতে শিক্ষার প্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হ'য়েছিল। আন্দোলনে গঠনমূলক কার্যসূচীর অঙ্গ হিসাবে এই সময়ে ভারতে ৮০০-র বেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হ'য়েছিল। শিক্ষা বয়কট আন্দোলন সবচেয়ে বেশী সফল হ'য়েছিল বাংলায়।যেখানে এপ্রিল ১৯২১ অবধি প্রতিমাসে প্রায় ২০ জন করে প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষক পদত্যাগ করছিলেন, আর সরকারি বা তার সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে পাঠরত ১০৩,১০৭ ছাত্র-র মধ্যে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ১১,১৫৭ জন।[৬] এই আন্দোলন সফল করতে কার্যকরী ভূমিকা নেন চিত্তরঞ্জন দাশ। ১৯২৩ সালের জানুয়ারী মাসের শেষে কলকাতার প্রায় সমস্ত কলেজ বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। বাংলার অন্যত্রও প্রায় একই অবস্থা ছিল। এই সময়েই চিত্তরঞ্জন দাশ বলেছিলেন— "Education can wait, Swaraj cannot." যাই হোক ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ থেকে ছাত্ররা আবার তাদের ক্লাসে ফিরে আসতে থাকে। ভারতের অন্যত্র শিক্ষা বয়কট স্বল্পস্থায়ী হ'য়েছিল। ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসের পরে বোম্বাই-এর পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হ'য়ে গিয়েছিল। যুক্ত প্রদেশে (U.P.), বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে শিক্ষা বয়কট ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে বাংলায় পরে লালা

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে পাঞ্জাবে এই আন্দোলন কিছুটা জোরদার হ'য়েছিল। দক্ষিণ ভারতে এই আন্দোলনে তেমন সাড়া মেলে নি। অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব ভারতের শিক্ষাজগতে কতটুকু পড়েছিল, প্রদত্ত পরিসংখ্যান থেকে তা কিছুটা আন্দাজ করা যাবে।[৭]

বৎসর	কলেজের ছাত্রসংখ্যা	উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা	মধ্যইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা
১৯১৯-২০	৫২,৪৮২	৬,৩২,০৩২	৬,৪৯,৭৭৮
১৯২০-২১	৪৮,১৭০	৬,০০,৫৮৩	৬,৫৩,৯৪২
১৯২১-২২	৪৫,৯৩৩	৫,৯৪,৯১০	৬,৪৪,৬১৪
১৯২২	৪৭,৬৩২	৫,৯৫,৪০২	৬,৪৩,৮৩৯
১৯২৩	৫২,৬৩৯	৬,০২,৯৪৩	৬,৯৮,৪৬২

১৯২০ সালের কলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবই নাগপুরের কংগ্রেসের ৩৬ তম অধিবেশনে অনুমোদিত হল। এমতাবস্থায় সারা বাংলার সাথে মেদিনীপুর জেলাতেও অসহযোগ আন্দোলন অভূতপূর্ব ভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মতো দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলও তাঁর আইন ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থোপর্জনকে দেশবন্ধুর আহ্বানে বিসর্জন দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনের সামিল হলেন। কলকাতার ছাত্রগণ দলে দলে স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করল। ১৯২১ সালের ২৩শে জানুয়ারী কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বিরাট জনসভার আয়োজনে উক্ত অঞ্চলের চারিদিক অসংখ্য লোক, সাধারণ মানুষ, ছাত্র-ছাত্রী, শ্রমিক-কর্মীদের সমাবেশে পূর্ণ হয়ে যায় বোঝা গিয়েছিল যে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই গভীর ব্যাকুলতার সৃষ্টি হয়েছিল।[৮]

গ্রামের আন্দোলনের মধ্যে সবচেয়ে সুসংগঠিত ছিল মেদিনীপুরের কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে ইউনিয়ন বোর্ড-বিরোধী বিক্ষোভ। সদ্য প্রচলিত ইউনিয়ন বোর্ডের মানে দাঁড়িয়েছিল। স্থানীয় কর প্রচণ্ড বেড়ে যাওয়া। মেদিনীপুরের সংখ্যাগুরু, প্রধানত মাহিষ্য স্বত্বভোগীদের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ নভেম্বর-ডিসম্বর ১৯২১-এ খুব ফলদায়ী কর-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে সমর্থ হন। এর ফলে সরকার জেলা থেকে নতুন নিয়ম প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।[৯]

তমলুক ও কাঁথিতে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল (জুডিথ ব্রাউনের নমঃশূদ্র নয়, মাহিষ্য)-এর যোগ্য নেতৃত্বে যুনিয়ন বোর্ডের জন্য বর্ধিত চৌকিদারী কর বন্ধ করার ডাক আসে। বীরেন্দ্রনাথ পূর্ব মেদিনীপুরের বরেণ্য মুখপাত্র হয়ে উঠেছিলেন। জাতিগত পেশা ছেড়ে আইনে কৃতিত্ব দেখিয়ে এলিটদের ও ১৯১৯-২০-র বন্যাত্রাণ কার্যে জনগণের প্রিয় হন তিনি। ১৯২১-এ বি. পি. সি. সি. সম্পাদক পদ তাঁকে রাজনৈতিক মর্যাদাও দিল। গান্ধীর ডাকে নেমেছিলেন তিনি রাজনীতিতে, মহেন্দ্রনাথ মাইতি ও শ্রীনাথ দাশের মত উকিল এবং নিকুঞ্জবিহারী মাইতি ও প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত শিক্ষকসহ। প্রথমে গান্ধীর গঠনমূলক কর্মসূচি প্রচার, পরে জাতীয় বিদ্যালয় ও সালিশ বোর্ড স্থাপন ছিল এঁদের কাজ।১০

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বেজওয়াদা অধিবেশনে (৩১ মার্চ' ও ১ এপ্রিল, ১৯২১ সাল) গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী ৩০ লক্ষ কংগ্রেস সদস্য সংগ্রহের আয়োজন হয়েছিল। মেদিনীর জেলাতেও বিপুল সংখ্যক সদস্য সংগৃহীত হয়েছিল। যাঁরা আদালত, সরকারী কর্মচারী পদ ও স্কুল কলেজ ত্যাগ করেছিলেন তাঁদের কিছু কিছু নাম আগেই দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়াও অসহযোগী শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন-নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, পরেশনাথ মাইতি, গিরিশচন্দ্র মাইতি, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র মাল, অঘোরচন্দ্র দাস, পাঁচুলাল ঘোষ, পদ্মলোচন সাহ্ ইত্যাদি। বিশিষ্ট অম্লহযোগী ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন- তমলুক মহকুমার কলেজ ত্যাগী বিপ্রচরণ মাইতি, রাজেন্দ্রনাথ গুড়্যা, কুমারচন্দ্র জানা, অজয়কুমার মুখার্জি, সতীশচন্দ্র সামন্ত, হেমচন্দ্র রাউত, জ্যোতি পট্টনায়েক, হংসধ্বজ মাইতি, রমেশচন্দ্র কর, অনঙ্গমোহন দাস, সুরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীধরচন্দ্র সামন্ত, অবিনাশচন্দ্র দাস, সচ্চিদানন্দ ভৌমিক ইত্যাদি; কাঁথী মহকুমার জীবনকৃষ্ণ মাইতি, বিজয়কৃষ্ণ মাইতি, বসন্তকুমার দাস, ভীমাচরণ পাত্র, শশীশেখর মণ্ডল, ভূতেশ্বর পড়্যা, অনিলকুমার মুখার্জি, বিভূতিভূষণ মাইতি, সতীশচন্দ্র জানা, কাঙ্গালচাঁদ গিরি, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মান্না এবং রঘুনাথ মাইতির নাম উল্লেখযোগ্য।

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

সদর মহকুমার সরকারী বৃত্তিভোগী কলেজের ছাত্র নগেন্দ্রনাথ সেনের অসহযোগ অবলম্বন স্মরণীয়। কাঁথী মহকুমার যে সমস্ত স্কুলত্যাগী ছাত্র সমসাময়িক কংগ্রেস কর্মী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন-সুন্দরনারায়ণ মণ্ডল, বিজয়কৃষ্ণ মাইতি (ছোট), জ্ঞানদাচরণ মাইতি, শ্রীপতিচরণ পণ্ডা, হরিপদ বাগুলি, দ্বিজেন্দ্রনাথ গিরি, সুধীরচন্দ্র দাস, বনবিহারী গুড়্যা, সন্তোষকুমার জানা, খগেন্দ্রনাথ শাসমল, সন্তোষকুমার সিংহ, প্রসন্নকুমার দাস, বসন্তকুমার দাস (বিদ্যালঙ্কার), অমরেন্দ্র দাস, শরৎচন্দ্র দাস, অঘোরচন্দ্র পড়্যা, দিগম্বর পন্ডা, নীলমণি দাস, পঞ্চানন গিরি, রাখালচন্দ্র মাইতি, নরেন্দ্রনাথ মাইতি, প্রসন্নকুমার গিরি, বঙ্কিমচন্দ্র নন্দ, সতীশচন্দ্র দাস, শতদলকান্তি মণ্ডল, প্রভাতচন্দ্র মাইতি, নবীন চন্দ্র মহাপাত্র, গোপাল মাইতি, বলাইলাল দাস মহাপাত্র, বঙ্কিমচন্দ্র বারিক, ও মনীন্দ্রনাথ প্রধান ইত্যাদি।

বার্ষিক পরীক্ষার প্রাক্কালে যে সমস্ত ছাত্ররা স্কুল-কলেজ ত্যাগ করেছিল তাদের বেসরকারীভাবে ভাবে পরীক্ষা নেওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল-জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে। তা ছাড়াও কলকাতার ১১ নম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (ফর্বে'স্ ম্যানসন) বিরাট বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্যালয়েই কয়েকটি পর্যায়ের পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। দেশবন্ধুর চেষ্টাতে স্থাপিত গৌড়ীয় সর্ব' বিদ্যায়তন (National University) থেকে উত্তীর্ণ' ছাত্রদের বিভিন্ন সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল। স্বনামখ্যাত কিরণশঙ্কর রায় ছিলেন গৌড়ীয় সর্ব' বিদ্যালয়ের সম্পাদক এবং অন্যতম কার্য-পরিচালক ছিলেন সুখ্যাত মাখনলাল সেন মহাশয়।

ফরবেস্ ম্যানসনে খোলা হয়েছিল কলকাতার জাতীয় মহা বিদ্যালয় (Calcutta National College) এবং ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ত্যাগী সুভাষচন্দ্র বসু হন এর অধ্যক্ষ। কয়েকজন অসহযোগী অধ্যাপক এখানে অধ্যাপক পদে যোগ দেন। কিছু সময়ের মধ্যে খ্যাতনামা স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের অধ্যক্ষতায় জাতীয় মেডিকেল কলেজ এবং শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় আয়ুর্বেদিক কলেজ 'বৈদ্য-শাস্ত্রপীঠ" প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকাতেও অধ্যাপক সতীশচন্দ্র সরকারের পরিচালনায় একটি জাতীয় কলেজ স্থাপিত হয়। সমস্ত অসহযোগী ছাত্রেরা সাধারণ উচ্চ শিক্ষা এবং বৃত্তিগত উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ এই কলেজগুলি থেকেই লাভ করেছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক দেশপ্রাণ শাসমল এবং সহকারী সম্পাদক ও পরে সম্পাদক সাতকড়ি পতি রায় এবং সুভাষচন্দ্র বসু ইত্যাদি ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যে "জাতীর শিক্ষা পরিষদ" (National council of Education)-এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ বিভাগটি যাদবপুরে বরাবরই চলে আসছিল। মেদিনীপুরের সমস্ত অসহযোগী ছাত্র নিজ নিজ এলাকার জাতীয় স্কুলগুলিতে ও কলকাতার জাতীয় মহাবিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করে ভবিষ্যতে জাতীয় কংগ্রেসের আওতায় স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে একটানা ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন।

বাংলার অন্যান্য জেলার ন্যায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতেও জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল। কাঁথী মহকুমাতে দশ শ্রেণী-বিশিষ্ট কলাগেছিয়া জাতীয় বিদ্যালয় ও কাঁথী জাতীয় বিদ্যালয়, তমলুক মহকুমাকে অনন্তপুর ও কাঁকুড়দা (মহিষাদল) জাতীয় বিদ্যালয় এবং এই দুটি মহকুমা ও সদর মহকুমাতে মধ্য ও প্রাথমিক মানের বহু জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এক একটি বিদ্যালয় হয়ে উঠেছিল জাতীয় ভাবধারার উন্মেষের বা প্রচারের এক একটি সুদৃঢ় দুর্গ'। চাকুরী মনোবৃত্তি ও ইংরেজের অনুকরণে জীবন গঠনের দাস মনোভাব ত্যাগ করে স্বাবলম্বী মানুষ সৃষ্টির এক সুস্থ জাতীয় পরিবেশ তৈরী হয়েছিল ঐ বিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে। এগুলির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের সক্রিয় যোগ ও প্রচেষ্টা কার্যকরী হয়েছিল।[১১]

পূর্ব মেদিনীপুরের অধিকাংশ অসহযোগী ছাত্র নিজ নিজ এলাকাব জাতীয় বিদ্যালয়গুলির (স্কুল) সহিত যুক্ত হয়েছিলেন এবং সমসাময়িক কংগ্রেস কর্মীরূপে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪২-৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ মূলক স্বাধীনতার আন্দোলনে এঁরা জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত থেকে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন।[১২]

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জাতীয় বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠায় এবং পরিচালনায়-দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র নাথের সক্রিয় যোগছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত (১৯২১) হওয়ার পর তিনি এই বিদ্যালয়গুলির প্রতি বিশেষ যত্ন নেন। তিনি তাঁর 'স্রোতের তৃণ' পুস্তকে লিখেছেন-"আমি সর্ব্বপ্রথমে জাতীয় বিদ্যালয়গুলির দিকেই বিশেষভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রেছিলাম; কেন না আমি বিশ্বাস করি যে বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির দোষে, আমাদের দেশের তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, ধর্ম্মনীতি চরিত্র স্বার্থত্যাগ ও দেশভক্তিতে তাঁদের যে প্রকার উন্নতি লাভ করা উচিত ছিল, সেরূপ উন্নতি লাভ ক'রতে পারছেন না। আমাদিগের দেশের তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যেমন একদিকে আপনাদিগের জাতীয় বা নিজস্ব

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

মঙ্গলজনক যা কিছু তার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা হারিয়েছেন, তেয়ি অন্যদিকে বিজাতীয় বা পরস্ব মঙ্গলজনক বস্তু সমূহকে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারেন নি। আমাদিগের শিক্ষা আমাদিগের কথঞ্চিৎ পরিমাণে জ্ঞান বৃদ্ধি ক'রেছে বটে, কিন্তু সে জ্ঞানকে বাস্তবজীবনে কার্য্যে পরিণত করবার ক্ষমতা বা আন্তরিকতা আমরা আমাদের শিক্ষার ভিতর পাই নাই। বস্তুতঃ, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জ্ঞান বৃদ্ধিও হয় নাই, কেবল অশিক্ষিতদের তুলনায় কতকগুলি ঘটনা সম্বন্ধে তাঁদের বিদ্যাবৃদ্ধি হ'য়েছে মাত্র; কারণ জ্ঞানবৃদ্ধি হ'য়ে থাকলে, বিদ্যাকে: কার্য্যে পরিণত ক'রবার ক্ষমতাও তাঁদের বৃদ্ধি হ'তো। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার ক'রবো যে, বর্তমান অবস্থায় প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা প্রদান ক'রবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমাদিগের হাতে নেই। কিন্তু ক্ষমতা লাভ ক'রতে হ'লে কেবল বক্তৃতার দ্বারা তা লাভ হ'তে পারে না ব'লেই, সংস্থাপিত জাতীয় বিদ্যালয়গুলির সংরক্ষণের দিকে সর্ব্বাগ্রে বিশেষভাবে মনোনিবেশ ক'রতে হ'য়েছিল।"[১৩]

কলাগাছিয়া জাতীয় বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১ মার্চ তারিখে। দেশপ্রাণ শাসমল তার উদ্বোধন করেন। খেজুরী থানার কলাগাছিয়া গ্রামের সন্তান নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি তাঁর নিজ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে ইস্তফা দিয়ে কলাগাছিয়া চলে আসেন। কলাগাছিয়ার দেশকর্মী জগদীশ চন্দ্র মাইতি এদের সাথে মিলিত হয়ে বিদ্যালয়ের উপযোগী স্থান, জল-জমি দান করলেন এবং প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক হলেন। নিকুঞ্জবিহারী মাইতি হলেন প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক ও পরেশনাথ মাইতি হলেন সহকারী প্রধান শিক্ষক। আরও পরে অসহযোগী গ্রাজুয়েট শিক্ষক গিরিশচন্দ্র মাইতি অন্যতম শিক্ষক এবং সুরেন্দ্রনাথ সাংখ্যতীর্থ হেড পণ্ডিত হলেন।[১৭৮] অসহযোগী গ্রাজুয়েট শিক্ষক গিরিশ চন্দ্র মাইতি এই বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ সাংখ্য-তীর্থ ছিলেন হেড পণ্ডিত। অসহযোগী কলেজ ছাত্র-বিভূতি ভূষণ মাইতি, হেমচন্দ্র বাউত প্রভৃতি এবং প্রবীণ শিক্ষক বরেন্দ্রনাথ মাইতি প্রমুখ কলাগাছিয়া মাইনর স্কুলের শিক্ষকবর্গ জাতীয় বিদ্যালয়ে যোগ দেন। নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি হলেন প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক ও পরেশনাথ মাইতি হলেন সহঃ প্রধান শিক্ষক। পরেশবাবু পরে প্রধান শিক্ষকও হন। অসহযোগী গ্রাজুয়েট শিক্ষক গিরিশ চন্দ্র মাইতি এই বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ সাংখ্য-তীর্থ ছিলেন হেড পণ্ডিত। অসহযোগী কলেজ ছাত্র-বিভূতি ভূষণ মাইতি, হেমচন্দ্র বাউত প্রভৃতি এবং প্রবীণ শিক্ষক বরেন্দ্রনাথ মাইতি প্রমুখ কলাগাছিয়া মাইনর স্কুলের শিক্ষকবর্গ জাতীয় বিদ্যা-বিদ্যালয়টি দশ শ্রেণী যুক্ত উচ্চ বিদ্যালয়রূপে পরিচালিত হত। কলাবিভাগের সঙ্গে একটি ব্যবহারিক বিভাগ ছিল তাতে চরকা, তাঁত ও সেলাই শেখানো হত। এই বিভাগের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন শ্রীকেনারাম পাল। ক্রমে বিদ্যালয়টি খেজুরী থানার কংগ্রেসের প্রধান কর্মকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। পরে মধ্য খেজুরির অজয়া গ্রামে খেজুরী থানা কংগ্রেসের প্রধান কার্য্যালয় স্থাপিত হয়। নিকুঞ্জবাবু প্রধান শিক্ষকের পদত্যাগ করে সর্ব্ব সাময়িক কংগ্রেস কর্মী হিসাবে থানা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক পদে বৃত হন। বিদ্যালয়ের সম্পাদক জগদীশবাবু, শিক্ষকবর্গ সকলেই বিশেষভাবে নরেন্দ্রনাথ দীপ্তা ও কৃতী ছাত্র রাসবিহারী পাল খেজুরী থানার কংগ্রেস সংগঠনে প্রভূত পরিশ্রম করেছিলেন। স্বাধীন ভারতে নিকুঞ্জবাবু পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম মন্ত্রী হয়েছিলেন। রাসবিহারী বাবু হ'য়েছেন বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য। ইনি জেলা পরিষদের এবং জেলা স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান রূপে এবং জেলার বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সদস্য রূপে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে ডাক্তার বিপিন বিহারী সাহু চিকিৎসক রূপে এবং মতিলাল সাহু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পড়্যা প্রভৃতি ইঞ্জিনিয়ার রূপে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক হেমচন্দ্র রাউৎ মহাশয় বিদেশে জাহাজ নির্মাণ বিদ্যায় বিশেষ শিক্ষা লাভ ক'রে কতকগুলি জাহাজ নির্মাতা কোম্পানীর উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকার পর ভারত সরকারেব অধীনে ভাইজাগ বন্দরে হিন্দুস্থান সিপইয়ার্ড লিমিটেডের সর্বোচ্চ পদ লাভ করেছিলেন।আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ১৯১৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী কলা গেছিয়া জাতীয় বিদ্যালয় পরিদর্শন উপলক্ষ্যে তাঁর লিখিত ভাষণে বলেছিলেন-"জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা মাথা উঁচু করিয়া থাকে ইহাদের মধ্যে দেশ মাতৃকার প্রতি ভালবাসা জাগ্রত। ইহারা নরনারায়ণের সেবায় সর্ব্বদা ব্যস্ত।"

এই বিদ্যালয়টির সরকারী অনুমোদন গ্রহণ সম্পর্কে কমিটির মধ্যে গুরুতর মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯২৪ সালে বিদ্যালয়টিব সবকারী অনুমোদন লাভের পর এখান হতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণ বিভিন্ন সংকারী বেসরকারী ইঞ্জিনীয়াবিং শিক্ষকতা ও অন্যান্য প্রকার উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে বিভিন্ন সরকারী ও বেসবকারী পদ লাভক'রে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। বিদ্যালয়টি এখন কলাগাছিয়, 'জগদীশ বিদ্যাপীঠ' নামে পরিচিত।[১৪]

কাঁথী জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় কাঁথী শহরে ৭ মার্চ ১৯২১ খৃষ্টাব্দে। দিগম্বর পড়্যা ইত্যাদির নেতৃত্বে কাঁথী মডেল ইনস্টিটিউশন, কাঁথী হাইস্কুল ও নিকটবর্তী কয়েকটি হাই স্কুলের ছাত্রেরা ইংরেজ সৃষ্ট বা সাহায্যপুষ্ট "গোলাম-খানা -গুলি ত্যাগ করে জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য আগিয়ে এসেন। এদের নেতৃত্ব ও উৎসাহ দেন শাসমল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারী তারিখে কাঁথীর সরস্বতী তলায় এক জনসভায় শাসমল বক্তৃতা দেন, সকলকে উৎসাহিত করেন

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

এবং ঘোষণা করেন যে তিনি তাঁর কাঁথী শহরের বাড়ী জাতীয় বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার জন্য ছেড়ে দিচ্ছেন। বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ের অসহযোগী ছাত্রদের নিয়ে এবং অতুলচন্দ্র শাসমল, ভূতেশ্বর পড়্যা, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মান্না, অনিলকুমার মুখার্জি প্রমুখ অসহযোগী কলেজীয় ছাত্রদের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করে কাঁথী জাতীয় বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়। অল্পদিনের মধ্যেই কাঁথী মডেল ইনষ্টিটিউশন ও কাঁথী হাইস্কুলের প্রমথবাবু, ঈশ্বরবাবু, পাঁচুবাবু অঘোরবাবু ইত্যাদি শিক্ষকগণ নিজ নিজ পদে ইস্তফা দিয়ে জাতীয় বিদ্যালয়ে যোগ দেন। অস্থায়ী প্রধান শিক্ষক আইন কলেজের অসহযোগী ছাত্র জীবনকৃষ্ণ মাইতির স্থলে প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম স্থায়ী প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে বিজয়কৃষ্ণ মাইতি প্রধান শিক্ষক হন। অন্যান্য শিক্ষকগণের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র মাল, পদ্মলোচন সাহ্, দেবেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ', বসন্তকুমার দাস, পাঁচুগোপাল ঘোষ, ময়তাব আলি মিঞা, ঝাড়েশ্বর দাস, অঘোরচন্দ্র দাস, রঘুনাথ মাইতি কাব্যতীর্থ, ত্রৈলোক্যনাথ প্রধান, সুরেন্দ্রনাথ দাস, প্রফুল্লকুমার মাইতি, পুলিনবিহারী পাল ইত্যাদি ব্যক্তিগণ জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে কাজ করেছিলেন। স্বাধীনভারতে এ'দের মধ্যে অনেকেই জেলা বোর্ড', বঙ্গীয় বিধান পরিষদ, বিধান সভা, গণ-পরিষদ ও পার্লামেন্টের সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীও হয়েছিলেন। বিদ্যালয়ের কলা বিভাগটির সঙ্গে যে ব্যবহারিক বিভাগ ছিল তাতে শিক্ষক ছিলেন-অনিলকুমার মুখার্জি (চরকা), বিহারীলাল মাইতি (তাঁত), রমেশচন্দ্র রাণা (লোহার কাজ)। ব্যবহারিক বিভাগগুলির অন্যতম পরিচালক এবং অন্যতম উদ্যোক্তা হরিপদ পাহাড়ী তাঁর চন্দ্রবাগান-ভুক্ত জমি থেকে দুই বিঘা জমি দান করেন এবং দেশবাসীর অর্থানুকূল্যে ঐ জমির ওপরেই বিদ্যালয়ের স্থায়ী গৃহ নির্মাণ করা হয়। এই নির্মাণকার্য্যে সহায়তা করেন স্বাবলম্বী শিক্ষক ও ছাত্ররা কায়িক শ্রম দান করে। এই গৃহ মহাত্মাগান্ধী, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, নেতাজী সুভাষ, ইত্যাদি বিখ্যাত ব্যক্তিগণও দর্শন করেন। অন্যান্য দশ শ্রেণীযুক্ত জাতীয় বিদ্যালয়গুলির ন্যায় কাঁথী জাতীয় বিদ্যালয়ও প্রথমে গাঁড়ীয় সর্ব-বিদ্যয়তনের (দেশবন্ধু-প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়) অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান ছিল। পরে এটি যাদবপুরের জাতীয় শিক্ষা-পর্ষদের (National council of Education) অনুমোদন লাভ করেছিল। কাঁথী ও কলাগাছিয়া প্রভৃতি জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পরবর্তী পর্যায়ে কলকাতার দেশবন্ধু-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপীঠে, ঢাকা জাতীয় কলেজে, বিহার ও গুজরাটের বিদ্যাপীঠে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ লাভ করেছিল।[১৫]

তমলুক মহকুমার 'সুতাহাট।' থানাতে বি, এস, সি, অনার্স ক্লাসের অসহযোগী ছাত্র কুমার চন্দ্র জানার প্রচেষ্টায় অনন্তপুর জাতীয় বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কুমার বাবুর। প্রথমে গ্রামের বৃন্দাবন জীউর মন্দির প্রাঙ্গনে হোগলাব চালায় বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করেন।

পরে শ্রীমতী সুররমা দেবী তাঁর বাড়ীর সামনে পুষ্করিণী সহ পাড়ের জমি দান করেন। কুমার বাবু ছাত্রদের নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুবে কাঠ, খড়, বাঁশ, ধান, চাল ভিক্ষে ক'বে বিদ্যালয়ের জন্য গৃহ ছাত্রাবাস নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। 'স্বাধীনতা সংগ্রামে সুতাহাটা' পুস্তক থেকে এ বিষয়ে কিছু বিবরণ উদ্ধত করা হল-"১৯২১ সাল। কুমার চন্দ্র অনন্তপুর গ্রামে বছরের শুরুতেই একটী জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। সঙ্গে ছিলেন সতীথ ও বন্ধু সূর্য্য কুমার চক্রবর্তী। সূর্য্য কুমার হলেন প্রধান শিক্ষক। কুমার চন্দ্র হলেন সম্পাদক, শিক্ষক ও প্রধান সংগঠক। বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় এগিয়ে এলেন জামাল চকের জীবেশচন্দ্র দেব পট্টনায়ক, আমলাটের বিধু মিশ্র, দেভোগের শশাঙ্ক প্রধান, ডালিমচকের শ্রীনিবাস জানা, আকুবপুরেব প্রমথ নাথ মাইতি, ডায়মন্ডহারবারের শশীভূষণ দাস, নন্দরামপুরের জ্ঞানেন্দ্র নাথ বের।, জুলেটার হরিপদ সিং, হোড়খালির হরিশ ভৌমিক, আমলাটের প্রমথ আধকারী হেমন্ত চক্রবর্তী, সেথ কেফায়েত উল্লা, নত্য সামন্ত প্রভৃতি। প্রায় তিনশো ছাত্র দেখতে দেখতে হয়ে গেল। অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে শিক্ষা ছিল কারপেন্টারী, উইভিং, চরকায় সূতাকাটা তুলাধোন। প্রভৃতি। কুমার বাবুর নেতৃত্বে ছাত্রগণ অনাডাম্বর জীবন-যাত্রা পরিচালন, অস্পৃশ্যতঃ বর্জন, মামলা প্রভৃতির অপোষ মীমাংসা, কংগ্রেস সদস্য সংগ্রহ, বিদেশী বর্জন প্রভৃতি কার্য্য নিষ্ঠার সহিত পালন করতেন।

এই বিদ্যালয়টি "গৌড়ীয় সর্ব্ব বিদ্যায়তনে"র মঞ্জুরী লাভ করে ছিল। এখান থেকে শেষ পরীক্ষায় (আদ্য) উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে ছিলেন-রজনী প্রামাণিক (বাজিৎপুর), চারু দাস (বাবুপুর), শরৎচন্দ্র কর (রাসুদেবপুর, অনন্ত খাটুয়া (অনন্তপুর), জনার্দন হাজরা (সিজাবেড়িয়া পরবর্তী কালে একজন জনপ্রিয় ডাক্তার), ত্রিলোকেশ সামন্ত (গাজিপুর, বিভূতি ভূষণ বের। (নন্দরামপুব) গুণাকর জান। (বাসুদেবপুর), ধীরেন্দ্রনাথ জানা (সাদবপুর), বঙ্কিম চন্দ্র ভৌনিশ (অনন্তপুর), জ্যোতি প্রসাদ মাইতি (দোর-রাজালামপুর), নিতাগোপাল দাস (বড়বাড়ী), যুগল হালদার- পরে স্বামী সর্বানন্দ (ডায়মণ্ড হাববার) প্রভৃতি।

বিদ্যালয়টি সমগ্র থানার জনসাধারণের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিল। তাঁরা এর জন্য সাহায্য দানে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখযোগ্য। 'স্বাধীনতা সংগ্রামে সুতাহাট।' পুস্তকে লেখক নিম্নলিখিত নামগুলি উল্লেখ করেছেন-বামাচরণ দাস। হরিবল্লভপুব), গোষ্ঠ পণ্ডা (তাজপুর), ভূতনাথ প্রামানিক পার্বতীপুর), বাহার

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

ডাবের বেরা পরিবার, চৈতন্যপুরের মাইতি পরিবার, আকুবপুবের মাইতি পবিবার, হাদিয়াব মাঝি ও দাস পবিবার, শোভারামপুরের বক্সী ও চৌধুরী পরিবার, চাটল খোলার মান্না পবিবার, বাসুদেবপুরের দণ্ডপাট পরিবার, অনন্তপুরের খাটুয় ও ঘাঁটি পরিবার, বাজিৎপুরের বেরা পরিবার ,ভীমাচরণ সামন্ত, ইন্দ্রনারায়ণ পাড়ুই , ভবতারণ ভৌমিক (আলিচক) অবিনাশ চন্দ্র ভৌমিক (সতাহাটা)। দেশের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য বিদ্যালয়টি দীর্ঘ জীবন লাভকরে নি কিন্তু এর ছাত্র ও শিক্ষকবর্গের মধ্যে অনেকে দীর্ঘকাল সমাজসেবা করে সুপরিচিত হয়েছিলেন।[১৬]

তমলুক মহকুমার অন্যতম উচ্চশ্রেণীর জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল-মহিষাদল থানার কাঁকুড়দহ গ্রামে। মহিষাদল বাজার থেকে ২ মাইল দক্ষিণে হিজলী টাইড্যাল ক্যানেলের তীরে অবস্থিত বিদ্যালয়টির পরিবেশ খুবই মনোরম ছিল। মহকুমার অন্যতম ত্যাগব্রতী অসহযোগী শিক্ষক গুণধর হাজরা (বি. এস-সি.) একটি হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ ছেড়ে এই জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হন। পূর্ণচন্দ্র মাইতি, যোগেন্দ্রনাথ সিংহ, বিজয়কৃষ্ণ মাইতি, ভবতোষ দাস, সতীশচন্দ্র সামন্ত (১৯৪২ আন্দোলনের বিখ্যাত সর্বাধিনায়ক), রমনীমোহন মাইতি, গোরাচাঁদ গিরি ইত্যাদি ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা এবং পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ছিলেন প্রফুল্ল মাইতি, ঈশান মাইতি, বিধুভূষণ মণ্ডল ইত্যাদি। প্রধান শিক্ষক গুণধরবাবু কংগ্রেসের কার্যে কারাদণ্ডিত হয়ে ১৯২২ সালে প্রেসিডেন্সি জেলে থাকার সময়ে পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর যথাক্রমে প্রধান শিক্ষকপদে নিযুক্ত ছিলেন গোরাচাঁদ গিরি ও শ্রীপতিচরণ বয়াল। কাঁকুড়দহের পূর্ণচন্দ্র মাইতি ইত্যাদি মাইতি পরিবারের স্বদেশ-সেবী ব্যক্তিগণ বিদ্যালয়ের নিজস্ব বাড়ী তৈরীর জন্য তিন বিঘা উচু জমি ও পুষ্করিণী দান করেন। শিক্ষক ও ছাত্রেরা বাড়ী বাড়ী ঘুরে বাঁশ, খড়, কাঠ ইত্যাদি ভিক্ষে করে সংগ্রহ করেন। সাধারণ বিষয়ের সাথে সুতাকাটা, খন্দর বোনা, লেখার কালি তৈরী, সাবান তৈরী ইত্যাদিও শেখানো হত-দশম শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়টিতে। তা ছাড়া বিদ্যালয়টি মহিষাদল থানার প্রধান কংগ্রেস কার্যালয়েও পরিণত হয়েছিল। অবশ্য ১৯২৬ সালে অর্থাভাবে বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যায়।[১৭] এই সময়েই (১৯২৪ সালে) তমলুক হ্যামিল্টন হাইস্কুলের খ্যাতনামা প্রধান শিক্ষক শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী মহোদয়ের চেষ্টায় ঐ স্কুলে একটি স্বদেশী মেলার আয়োজন করা হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ঐ মেলার উদ্বোধন করেন। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর স্বরচিত গান গেয়ে শোনান। এই মেলা উপলক্ষে তখনকার যুগের কংগ্রেস কর্মীরা একত্রিত হওয়ার সুযোগ পেলেন। পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও পরিচিতি লাভের একটা পরম সুযোগ ঘটলো। এই পরিচিতিকে কেন্দ্র করেই দুই মহান কর্ম'বীর ও স্বাধীনতার যোদ্ধা-সতীশচন্দ্র সামন্ত ও অজয় মুখার্জি'র মিলন ও বন্ধুত্ব সৃষ্ট হল।[১৮]

উচ্চ বিদ্যালয়গুলি ব্যতীত কয়েকটি ছয় শ্রেণীযুক্ত মধ্য এবং চার শ্রেণীযুক্ত প্রাইমারী বিদ্যালয়ও অসহযোগ আন্দোলনকে অবলম্বন ক'রে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কাঁথি মহকুমার কাঁথি থানাতে মির্জাপুর জাতীয় বিদ্যালয় ও বনমালী চট্টা জাতীয় বিদ্যালয় এবং ভগবানপুর থানাতে বায়েন্দা জাতীয় বিদ্যালয় যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালিত হয়েছিল। মির্জাপুর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন অসহযোগী ছাত্র শশিশেখর মণ্ডল এবং তাঁর সহকারী রূপে কার্য্য করতেন জ্ঞানদা চরণ মাইতি। বায়েন্দা জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন-ভীমা চরণপাত্র ও অন্যতম শিক্ষক ছিলেন-অমরেন্দ্রনাথ মাইতি।

বনমালী চট্টা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়টি স্থানীয় জমিদার জানা ও বারিক পরিবারের অর্থানুকূল্যে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় রূপে পরিচালিত হত। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিদ্যালয়ের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক ছিলেন সুবেন্দ্রনাথ দাস। বিদ্যালয়ের পরিচালক কমিটির সভাপতি শিবপ্রসাদ জানা, গোবিন্দ প্রসাদ বারিক, শ্রীনাথ চন্দ্র জানা প্রভৃতি পরিচালকবর্গ ঐ অঞ্চলটিকে একটি প্রধান স্বদেশী কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। কাজেই 'ওখানকার বাতাবরণ দেশপ্রেমে পূর্ণ ছিল। বিদ্যালয় পরিচালক কমিটির সভাপতি শিব প্রসাদ জানা মহাশয়ের পুত্র সতীশ চন্দ্র জানা অসহযোগী ছাত্র রূপে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং প্রথম থেকেই কাঁথি মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। ১৯২১ সালে তিনি এক বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ায় বনমালী চাট্ট। বিদ্যালয়ে তার প্রতিক্রিয়া খুব গভীর হয়েছিল। তাঁর কারামুক্তিতে ওখানে যে অভিনন্দন সভা হয় তাতে ঐ বিদ্যালয়টিকে জাতীয় বিদ্যালয় রূপে ঘোষণা ক'রে সরকারী অনুমোদনের বাহিরে নিয়ে যাওয়া হয়। পূর্বেকার প্রধান শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় তখন একজন অসহযোগী আইনজীবী হিসাবে তাঁর লাভজনক আইন ব্যবসা পরিত্যাগ ক'রে পূর্ণ সময় দেশ সেবায় নিয়োগ করেছেন। তাঁকে বনমালী চাট্ট। জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করায় তিনি তাঁর পূর্ব কর্মস্থলে ফিরে এসে তাঁর সহকর্মীগণের সাহায্যে বিদ্যা-লয়কে একটি কংগ্রেসের কর্মকেন্দ্রে পরিণত করেন। বিহারীলাল পড়্যা বঙ্কিম চন্দ্র প্রধান প্রমুখ এই কেন্দ্রের কর্মীগণই প্রধানত: বাহিরী থানা কংগ্রেস কমিটি গঠন পরিচালনা করেন। উল্লিখিত জাতীয় বিদ্যালয়গুলির কল। বিভাগে ইংরাজী, সাহিত্য, বাংলা, ইতিহাস, অঙ্ক, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

কিছু ব্যবহারিক শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। ঐ বিষয়গুলির মধ্যে চরক। তক্কী ছিল প্রধান। বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক ও ছাত্রগণ ছিলেন মূলতঃ স্বাধীনতার কর্মী। বিদ্যালয়ের পাঠ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা কংগ্রেসের কর্মধারা অবলম্বন ক'রে গ্রামে সেবার কার্য্যে আত্ম-'নয়োগ করতেন। তাঁদের অবকাশগুলি বিশেষভাবে ব্যয়িত হত গ্রামাঞ্চলের কাজ অবলম্বন ক'রে। এই বিদ্যালয়গুলি তাদের ছাত্র সম্পদের গৌরব করতে সক্ষম। সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এঁদের খ্যাতি ও প্রভাব প্রভূত হিত কর্মের সহায়ক হয়েছিল। পববর্তী জীবনে এঁরা বিশিষ্ট সংগঠক রূপে সকলেব প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।[১৯]

সদর মহকুমার নাড়মাতে দ্বাবকানাথ রায় প্রভৃতির উদ্যোগে একটি মধ্য ইংরাজী জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। নানা কারণে ইহা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি।

কাঁথি মহকুমাতে এগরা থানার ভবানীচক্ বাজারে একটি জাতীয় মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তার নাম দেওয়া হয় 'প্রথম পাঠাগার।' রাধাশ্যাম দাস, বঙ্কিম চন্দ্র দাস, প্রাণকৃষ্ণ সাহু প্রভৃতি স্থানীয় কংগ্রেস পরিচালকগণ এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। এই বিদ্যালয়টিও স্বল্পায়ু হয়েছিল।

নানকার বামুনিয়া গ্রামে ধরণী ধর জান। ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি-গণের উৎসাহে একটি জাতীয় প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বামুনিয়া প্রাইমারী জাতীয় বিদ্যালয় (কাঁথি থানা). পদ্মতামলি জাতীয় প্রাইমারী বিদ্যালয় (ভগবানপুর থানা) ইত্যাদি থেকে সুপরিচালনাব রিপোর্ট আসত।বামুনিয়া গ্রামের একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মী বসন্ত কুমার দাস খুবই উৎসাহের সঙ্গে বামুনিয়া জাতীয় প্রাইমারী বিদ্যালয়টি পরিচালনা করতেন। এটি অন্ততঃ দু'বছর চলেছিল।

প্রচলিত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে গতানুগতিক মনোভাব উচ্চ আদর্শের অভাব, চরিত্র গঠনের বিষয়ে অবহেল। ইত্যাদি কারণে ঐগুলিতে প্রদত্ত শিক্ষার প্রতি দেশের জনসাধারণের মনে কোন আগ্রহ বা ভালবাসার ভাগ ছিল না। ঐরূপ শিক্ষার প্রতি অসহযোগ কর্মসূচী একটি ঘৃণাব ভাব সৃষ্টি করেছিল। সরকারী স্কুল কলেজ ত্যাগ অসহযোগ কর্মসূচীর অন্যতম অঙ্গ ভিল-এব বাজনৈতিক দিক যত না প্রবল ছিল তাহা অপেক্ষা বহুগুণ প্রবল ছিল নূতন ভাব চিন্তার মানুষ সৃষ্টি করা-সাবা হবে আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবান যাদের প্রাণ আকুল হবে নিজেদেরকে দেশের স্বাধীনত প্রতিষ্ঠা সৈনিক রূপে গড়ে তোলার জন্য।

এগরাতে স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীগণের চেষ্টায় এবং কংগ্রেস অনুরাগী মাইতি পরিবারের সাহায্যে একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অসহযোগ ব্রতী শূনাথ মাইতি ছিলেন প্রধান শিক্ষক। এটি বেশি দিন চলেনি।

ভগবানপুর থানার মাণিকজোড় গ্রামে ১৯২৬ সালে মাণিক জোড় কামিনী কুমারী হাইস্কুল হয় তার প্রধান দাত। ছিলেন বিমাতার স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে (প্রথমে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত) প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণ মাইতি মহাশয়। তিনি তাঁর বিদ্যালয়ের জন্য গৃহ নির্মাণ ও অন্যান্য কার্য্যোপযোগী ২০ বিঘা জমি দান করেন। ভীমা চরণ পাত্র, রঘুনাথ মাইতি, ঈশ্বর চন্দ্র কর প্রমুখ বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মীগণ ইহার পরিচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। চরকায় সুতা কাট। ছিল বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয়। অসহযোগ আন্দোলনের কলে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতে যে ভাবধারা সৃষ্টির প্রচেষ্টা হয়েছিল এই বিদ্যালয়টি একটি পূর্ণ জাতীয় বিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত না হলেও সেই ভাবও আবহাওয়ার মধ্যে যাতে শিক্ষক ও ছাত্রগণের শিক্ষা দান ও গ্রহণে কার্য্য পরিচালিত হয় সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল।২০

জাতীয় বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা এবং অসহযোগ কর্মধারা দেশব্যাপী একটি স্বাবলম্বনের ও পরবশ্যতা থেকে মুক্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। সেইসঙ্গে সমগ্র জেলা জুড়ে আপামর জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

Endnotes

১. Gandhi,*New India*,২৮.০৭.১৯২০
২. Gandhi,*New India*,০৯.০৬.১৯২০
৩. J.L.Nehru, *Autobiography*,p.96
৪. সরকার, সুমিত, *আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭*, কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা,২০০৪, পৃঃ১৮৬
৫. ত্রিপাঠী,অমলেশ, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫-১৯৪৭*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃঃ ১০৮
৬. সরকার, সুমিত, *আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭*, পূর্বোক্ত, কলকাতা,২০০৪, পৃঃ ১৭৬
৭. Bamford, *History of Non-Co-operation and Khilafat Movement* ,p.103
৮। চট্টোপাধ্যায়, গৌরীপদ, *দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার ইতিহাস*, কাকলি, ১৯৮৬, পৃঃ ২৭৪-২৭৫
৯.সরকার, সুমিত, *আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭*, পূর্বোক্ত, কলকাতা,২০০৪, পৃঃ১৮৭
১০.অমলেশ ত্রিপাঠী, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫-১৯৪৭*, পূর্বোক্ত, কলকাতা, পৃঃ ১০৮

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

১১। চট্টোপাধ্যায়, গৌরীপদ, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, পৃঃ ২৭৫-২৭৭
১২। দাস, বসন্ত কুমার, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর*,১ম খন্ড,মেদিনীপুর স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস কমিটি, ১লা আগস্ট,১৯৮০, পৃঃ ৩০২
১৩।সাশমল, বীরেন্দ্রনাথ, *স্রোতের তৃণ*, মেটকাফ প্রেস, কলকাতা,১৯২২,পৃঃ ২৩-২৪।
১৪। দাস, বসন্ত কুমার, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর*,১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩০৪-৩০৬।
১৫।চট্টোপাধ্যায়, গৌরীপদ, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, পৃঃ ২৭৮-২৭৯
১৬।দাস, বসন্ত কুমার, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর*,১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩১১-৩১২।
১৭। চট্টোপাধ্যায় ,গৌরীপদ, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, পৃঃ ২৭৯-২৮০
১৮। *তদেব*, পৃঃ ৩০২
১৯। দাস ,বসন্তকুমার, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর*,১ম খন্ড,পৃঃ ৩১৪-৩১৫
২০। *তদেব*, পৃঃ ৩১৫-৩১৮

———